কাকিমার তরমুজের মতো খাড়া খাড়া দুধ

আমার নাম রাজীব। আমি মুম্বাই এ থাকি। আমি একজন ১৯ বছর বয়সী ছেলে যার প্যান্টে একটি ৬ ইঞ্চি পুরু বাড়া আছে.. এখন আমি আমার কাকিমার বর্ণনা দিই আমার কাকিমার নাম শীলা এবং সে ৩৫-২৭-৩৬ একটি নিখুঁত MILF উপাদান।
এর আগে আমি তাকে হল এবং বেডরুমে কাকার দ্বারা চুদতে দেখেছি কিন্তু এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।
তো চলুন গল্পটা শুরু করি....
চেন্নাইয়ে আমাদের যাত্রা শেষ করার পর আমরা (আমি, আমার বোন, খালা (কাকিমা) , কাকু এবং আমার বাবা-মা) বাসে করে মুম্বাই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যেদিন আমরা ভ্রমণ করতে যাচ্ছিলাম সেদিন চেন্নাইতে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল এবং যার কারণে আমরা বাস স্ট্যান্ডে দেরীতে পৌঁছলাম কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের বাস ধরতে পেরেছিলাম। আমাদের বাস ছিল এসি-স্লিপার কোচ বাস। আমরা ৩টি ডাবল বেডের সিট বুক করেছি। কাকু আর কাকিমা সিটে ছিলেন। আমি এবং আমার বোন এটির নীচে (নিম্ন বার্থ) এবং মা এবং বাবার আসনটি আমাদের (নিম্ন বার্থ) এর বিপরীতে ছিল। একবার আমরা সবাই নিজ নিজ বার্থে বসার পর আমরা কিছু ছোটখাটো কথা বললাম এবং যেহেতু সবাই খুব ক্লান্ত, তাই আমরা ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিলাম...
বাসের আলো যাতে আমাদের চোখে না পড়ে সেজন্য আমরা সবাই পর্দা টানলাম... কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসের চালকও লাইট নিভিয়ে দিলেন এবং তারপর...।
আমি হাসির কিছু ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হচ্ছে কেউ তীব্র এবং অপরিমেয় আনন্দ উপভোগ করছে কিন্তু তা প্রকাশ করতে অক্ষম। আমি আমার পর্দা খুললাম এবং আমার যৌন দৃষ্টিতে আমি পর্দার ভিতরে মা বাবার ছায়া দেখতে পেলাম.. যেহেতু বাসের ভিতরে অন্ধকার ছিল কিন্তু জানালা থেকে আসা রাস্তার আলো ছায়া দেখা যাচ্ছে। ছায়া দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বাবা হাঁটু গেড়ে বসে আছে এবং মা তার বাঁড়া চুষছে এবং আওয়াজ করছে।
একবার আমার বাবা উঠে গেলেন তিনি মাকে কুকুরের অবস্থানে অর্থাৎ ডগী স্টাইলে তাকে চোদা শুরু করলেন। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম "প্যাচ, প্যাচ, ফচ ,ফচ," চীৎকার এবং এটা আমাকে যৌনসঙ্গম হিসাবে শৃঙ্গাকার করছিলো।
আমি এতটাই কামুক ছিলাম ,যে আমি তাদের রুমের পরদা খুলে ফেলতে চাই এবং আমার মাকে শক্ত করে পাম্প করতে চাই এবং আমার বাবাকে কাকওল্ড রাখতে চাই।কিন্তু আমি তাদের দেখে মজা পাচ্ছিলাম এবং আমি আমার বাঁড়াকে আদর করতে লাগলাম, তখন আমার মনে পড়ল যে আমার বোন আমার পাশে ঘুমাচ্ছে
ঠিক তখনই মায়ের আর্তনাদ আরও জোরে...আহহহ...উউউউ...ইসসসসস... মরে গেলাম...
মা: আস্তে কর, তুমি খুব দ্রুত যাচ্ছো... আআআহহহ!!! ইসসসসস!!!
বাবাঃ তোমার গুদ খুব ভিজে গেছে, আমি আমার বাঁড়া আটকাতে পারছি না!! হ্যাঁ!! ফালতু!!
মা: আরে, একটু লজ্জা করো, তোমার ছেলে মেয়ে তোমার পাশে আছে আর তুমি.. আহহ...
বাবাঃ তাতে কি হলো? আমার শুধু এখন তোমার গুদ নিয়ে কথা... বাজে বোকো না তো!!
মা: তাহলে তুমি সরে এত বছর ধরে এই গুদে চুমু খাচ্ছো........ ঠিক আছে বাজে কথা!!!! আআআআহহহ!!!
তারপর হঠাৎ...
মা অবিলম্বে নিচে ঝুকলো এবং খুব দ্রুত তার গুদ ঘষা শুরু করলো, মা কে দেখে মনে হচ্ছিল একটি তীব্র প্রচণ্ড উত্তেজনায় আছে এবং তারপর তিনি বিছানায় এত খারাপভাবে (squirted)মুতে দিলো যে আমি তার মোতার স্প্রে শুনতে পাচ্ছিলাম!!!
বাবা: শালি মাগি? তোমার এখানেই মোতার ছিলো??!!পুরো বিছানার চাদরটা নষ্ট হয়ে গেল, এখন ঘুমাবো কোথায়?
মা: তাহলে তুমি আমার গুদ বন্যের জন্তুর মতো মাড়লে কেন? আমি থামাতে পারিনি.. জাহান্নামে যাও!
তারপর বাবা জোর করে মাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে নামিয়ে তার বাঁড়াটা তার পাছায় ঢুকিয়ে জোর করে চুদতে লাগলো... মা অসহায়ভাবে তার পাছা উচু করে ধরেছিলো আর বাবা মার পোদ মারছিলো আর মা নিজের দুই হাত দিয়ে পোদটিকে দুদিকে টান ছিলো,
যদিও মা খুব ব্যাথা পাচ্ছিলো কিন্তু তার কিছু করার ছিলো না, তারপর অবশেষে বাবা দুতো পোদ মেরে জোরে চিৎকার করে মার পোদেই মাল আউট করে মায়ের পোদটাকে একটু হাত বুলালেন।
মা: কতবার বলেছি পোদ মারার সময় একটু আস্তে পোদ মারো , হাটতে কষ্ট হয়। তারপর বা মায়ের পাছায় থাপ্পর মেরে মুখে একটা মোহনীয় হাসি ছড়িয়ে দিল।প্রায় ১৫ মিনিটের এই দৃশ্যের পরে, বাসের কন্ডাক্টর ঘোষণা করেন যে বাসটি ৩০ মিনিটের জন্য থামবে এবং যাত্রীরা চাইলে তাদের খাবার খেতে পারে। এই কথা শুনে আমার মা-বাবা, কাকিমা -কাকু দুজনেই বাইরে যেতে লাগলেন এবং আমাকেও ডাকলেন। আমি তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারিনি কারন আমার বাড়া খাড়া হয়ে প্যান্টের ওপর তাবু হয়ে ছিলো, তারা সহজেই দেখতে পাবে, তাই আমি বলেছিলাম যে আমি আমার বোনকে জাগিয়ে নীচে আসব। তোমরা যাও।
তারা চলে যাওয়ার পরে আমি বোনকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিচে যেতে বললাম, সে চলে যাওয়ার পরে আমি পরীক্ষা করে দেখলাম যে কেউ আমাকে দেখছে না এবং আমার মায়ের বার্থের পর্দা খুলে দিলাম, আমার হৃৎপিণ্ড এতটা ধড়ফড় করছিল যে আমি চুপচাপ আমার হার্টবিট শুনতে পাচ্ছিলাম। যখন আমি পর্দা টানলাম, আমি দেখলাম যে মা যেখানে (squirted) মুতে ছিল, সেটি এখনও ভিজে ছিল এবং অন্য দিকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ঘন সাদা তরল (বীর্য) যা অবশ্যই তাদের চোদাচুদির পরে মায়ের পাছা থেকে ঝরেছে।
এটা আমাকে খুব গরম করে তুলেছিল এবং তারপর আমি বিছানার চাদরটা চাটতে শুরু করি যেখানে মা প্রস্রাব করেছিলেন এবং আমার বাঁড়াকেও আদর করতে শুরু করে দিলাম। এটি একটি স্বর্গীয় এবং প্রলোভনসঙ্কুল গন্ধ ছিল এবং বাবার বাড়ার যায়গায় আমার বাড়ার কথা ভাবলাম এবং এমন ভাবনা এটিকে আরও গরম করে তুলেছিল। তখন আমার মনে পড়ল যে আমার বোনের বাইরে থেকে সময় হয়েছে এবং কেউ চেক করতে আসতে পারে, তাই আমি আমার খ্যাচার গতি বাড়িয়ে দিলাম এবং মায়ের কান্নার কথা মনে করে জানালায় খুব জোরে খেচে মাল আউট করলাম।
তারপর আমি জানালা বন্ধ করে দিলাম। মায়ের বার্থ এর পরদা বন্ধ করে আমার বাড়া প্যান্ট এ ঢুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্রায় ৪৫ মিনিট পর কন্ডাক্টর সবাইকে বাসে ফেরার জন্য ডেকে পাঠান। তারপর বাসে ওঠার সময় আমার কাকু বাসে একটি পাথর থেকে পিছলে পড়ে গেলেন এবং তিনি প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিলেন। আমরা বাসের ভিতরে যাবার পর, তিনি খুব ব্যথা পেয়েছিলেন তাই উপরের বার্থে উঠতে পারেননি এবং তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আন্টি এবং কাকু নীচের বার্থে চলে যাবে এবং আমি এবং আমার বোন উপরের তলায় যাব।
কিন্তু..আমার বোন ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পরেছিল এবং তাই (খালা) কাকিমা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমার ক্লান্ত বোনকে বিরক্ত করার পরিবর্তে আমি উপরে যাই এবং কাকু বিশ্রাম নিতে পারেন। যেহেতু আমার কাকু বাস এ ওঠার সময় পরে গিয়ে পায়ে ব্যাথা পাই তাই আমাদের সেই জায়গা গুলো পরিবর্তন করতে হয় যেখানে আমরা ঘুমোবো । এর জন্য নতুন পজিশন ছিল , নিচের বার্থ এ মা আর বাবা , তার সামনের বার্থ এ বোন আর কাকু , এবং সবচেয়ে উপরের বার্থ এ আমি র কাকিমা ।
এরপর যখন বাস ড্রাইভার গাড়ি জোরে ছাড়লো , তখনি আমরা নিজের নিজের পর্দা টানিয়ে দিলাম । আমি আমার মা বাবার বার্থ এ ধোন খেচার জন্য একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম , আর আশা করছিলাম যে আমার বীর্যের দাগ যেন ওনারা দেখতে না পান । ভাগ্যবশতঃ আমার মা আর বাবা দুজনেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পরে ।
আমার চোখে আবার মা বাবার চুদা চুদির দৃশ্য চোখে ভাসছিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ধোন বাবাজি খাড়া হয়ে জিন্স প্যান্টে ধাক্কা মারে । ঘুম ও আসছিলো , তাই ভাবলাম খিচে ধোন টা কে শান্ত করে তারপর ঘুমাবো । কিন্তু তখনি মনে পড়লো জে কাকিমা আমার পাশেই ঘুমিয়ে আছে ,আমাকে খুব সাবধানে কাজ টি করতে হবে , যদিও দেখলাম কাকিমা তীব্র ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে । এটা বুঝতে পারলাম যখন ওনার মুখ থেকে লার বের হতে দেখলাম ।
তাছাড়াও কাকিমা ঘুমের ঘরে নাক ডাকছিলো । আমার ধোন ঘুমানোর মুড এ ছিলনা , মনে হচ্ছিলো যেন এখনই ফেটে পরবে । তো তখন কোনো উপায় না দেখে ভাবলাম পর্ন সাইট অন করি , তখন আমি অজাচার , মিল্ফ , সার্চ করি , কারণ মা বাবার সেক্স দেখে মাথায় শুধু ঐসব ই চলছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্য বসত নেটওয়ার্ক ভালো না থাকায় বাফারিং হচ্ছিলো , তখন পেজ এ যেটা লোড হয়েছিল সেটাই দেখতে লাগলাম , এবং সেটি মোস্ট ভিউ ভিডিও ছিল , কাকিমা এবং ভাতিজার সেক্স ভিডিও ।
মহিলাটির বোরো বোরো দুধ , পাছা , তার পরেই আমার চোখ গেলো কাকিমার ওপর । তার মুখ থেকে লার পরে বালিশ ভিজে গেছে । আমার ধোন একটু শুকনো শুকনো ছিল তাই সেটাকে একটু তেল তেলে করার জন্য কাকিমার ঠোঁটের নিচে হাত রাখলাম , একটু পরে কাকিমার মুখ থেকে বেরোনো লার আমার হাত ভরিয়ে দিলো এবং সেটাকে আমি আমার ধোনে লাগিয়ে নিলাম , আমি আস্তে আস্তে আমার ধোন উপর নিচ করতে লাগলাম , এবং আমার মাল একটু হলেই বেরিয়ে পরবে এমন সময় দেখি কাকিমার চোখ খোলা এবং আমার দিকেই

তাকিয়ে আছে , আমার আর কাকিমার চুদাচুদি দেখে অন্য মানুষ ধোন খেচতে লাগলো
কাকিমা – ছি !!
আমার মনের ভেতরটা কেঁপে উঠলো , আমার মাল আর একটু পরই বেরোতো , কিন্তু এরপরেই আমার ধোন নেতিয়ে গেলো আর কাকিমা অন্যদিকে মুখ ঘুরে শুয়ে পড়লো । আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম , কিন্তু তারপরেই যখন কাকিমা অন্য দিকে ঘুরলো তখন আমার নজর কাকিমার বোরো পোঁদের দিকে গেল । গোলাকার বড় পোঁদ । যার ফলে আমার বাড়া আবার খাড়া হয়ে গেলো , সাঁপ যেন ফণা তুলেছে । এদিকের রাস্তা মনে হয় একটু খারাপ , তাই বাস এর দুলানীর সাথে সাথে কাকিমার পোঁদ ও দুলছে ।
আমার মনে হলো কাকিমার গোলাকার পোঁদ এ একটু হাত বুলিয়ে নেই । হাত দিয়ে পাছা তাকে হালকা করে টিপে দিই , কাকিমা পাজামা পড়ার জন্যই ওনার প্যান্টির আকার বোঝাযাচ্ছিল , এইসব ভাবতেই মনে ও বাড়া তে কিসের যেন সুখ পাচ্ছিলাম তাই ভাবলাম যে ভাবেই হোক এই মিল্ফ কে যেভাবেই হোক আমাকে চুদতেই হবে , যেভাবেই হোক ,, কিন্তু তার আগে দেখতে হবে কাকিমা ঘুমিয়ে আছে নাকি জেগে , তাই সেটা জানার জন্য আবার আমি কাকিমার মুখের দিকে দেখলাম , হ্যা লার বেরোচ্ছে , তখন আমি মনে সাহস নিয়ে ধীরে ধীরে হাত কাকিমার পোঁদ এর কাছে নিয়ে গিয়ে স্পর্শ করতে লাগলাম , আ !! কি আরাম ,
তারপর আমি আস্তে আস্তে কাকিমার পাজামা খুলতে লাগলাম , পাজামা খোলার পর ই প্যান্টি এর অস্তিত্ব পেয়ে গেলাম আমি র থাকতে না পেরে প্যান্টির ওপর থেকেই কাকিমার গুদে হাত দিলাম , আমার সাহস আস্তে আস্তে বাড়ছিল , আমি কাকিমার পাজামা আস্তে আস্তে খুলে হাটু পর্যন্ত নামিয়ে দিলাম , এখন শুধু প্যান্টি ছিল যেটা পোঁদ কে ঢেকে রেখেছিলো , এবার প্যান্টি খোলা শুরু , প্যান্টি খুলতে গিয়ে দেখি সেটা খুব টাইট , খুলতে গেলে কাকিমা জেগে যেতে পারে , তাই মনে মনে ঠিক করলাম প্যান্টি খোলা যাবে না । তাহলে উপায়? তখন প্যান্টি পুরো পুরি না খুলে ,প্যান্টি তা কে একসাইড করে কাকিমার পোদে হাত দিলাম , কিন্তু অবাক হয়ে হাত তা কে নিজের কাছে নিয়ে আসে দেখলাম হাত তা ভেজা! পোদ ভেজা কেন?
ওতো না ভেবে আর দেরি না করে আমিও আমার প্যান্ট হাটু পর্যন্ত নামিয়ে কাকিমার দিকে এগিয়ে এসে বাড়া টিকে কাকিমার গুদ বোরা বড় ঠেকিয়ে ধাক্কা মারলাম কিন্তু বাড়া শুকিয়ে থাকায় ঢুকলো না , তখন বাড়ায় থু থু লাগিয়ে আবার গুদে ফিট করে ধাক্কা মারলাম , ঠিক তখনি কাকিমা নড়ে উঠলো , আর আমার দিকে তাকালো , তারপর হাত দিয়ে আমার বাড়া ধরে নিজের গুদ থেকে বের করলো , সাথে সাথে মনে হলো যেন আমি স্বর্গ থেকে বেরোলাম , কাকিমা এতোই আশ্চর্য ছিল জে নিজের পাজামা টাও উপরে ওঠালো না , আমি যে তাকে চুদেছি অথবা চোদার চেষ্টা করেছি সেটা সে মানতেই পারছে না ।
কাকিমা – কি করছিলি তুই?? আমাকে চুদছিলি ?? আমি তো তোকে প্রাইভেসী দেওয়ার জন্যই অন্য দিকে ঘুরে গেলাম , যাতে তুই যেটা করছিলি করতে পারিস । আর তুই কিনা সেটার অন্য ফায়দা নিলি??
আমি – আমার চোখে মুখে অপরাধ বোধের ছাপ , ক্ষমা …. করে . . .. দাও… কাকিমা ,, আমি ওই একটু…..
কাকিমা – থাক আর বলতে হবে না…
আমি – কিন্তু ….
কাকিমা – আমি বললাম না থাক , আমি এই ব্যাপারে আর কিছু বলতে চাই না ।
আমি – ঠিক আছে । দেখলাম কাকিমা চী অন্য দিকে মুখ ঘুরে আছে , তখনি বাস সামনে আসা বাসস্টপ এর সামনে বাস থামলো । তখন আমরা কাকু কে বাস এ রেখে সবাই বাস এর বাইরে এসে তাজা বাতাস খেতে লাগলাম , কাকিমা আমার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল , এবং আড়চোখে আমাকে দেখছিলো , আমি কাকিমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম , কাকিমা আমাকে দেখে ও না দেখার ভাণ করলো , আমি চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলাম , কেউ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কিনা ,,, না কেউ দেখছে না সবাই নিজের কাজে ব্যাস্ত , তখনি আমি আমার হাত কাকিমার পোঁদ এ লাগিয়ে দিই , কাকিমা একটু কেঁপে ওঠে আর অবাক হয়ে যাই ,
কিন্তু সে আমার হাত সড়ালোনা , তার হাবভাব দেখে মনে হলো , মজা পেয়েছে একটু হলেও । কাকিমা আমার দিকে তাকালো তখন ভাবলাম কাকিমা যদি চেচামেচি করে তখন কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে ,তাই আমি পোঁদ থেকে হাত সরিয়ে নিলাম , কিন্তু কাকিমা আমার কানে এসে বললো , যখন তুই মেনেই নিয়েছিস এটাই চাই তোর , তখন রেখে দে তোর হাত ঐখানেই ,(মানে ওনার পোঁদ এ) ।
তারপর আমি আবার পুনরায় গোলাকার বোরো পোঁদ তাকে নিজের মতো কিরে স্পর্শ করছিলাম , কখন কখনো পোঁদ তাকে টিপে দিচ্ছিলাম , পাজামার ওপর দিয়েই কাকিমার পোঁদের মধ্যে আঙ্গুল ঢোকাচ্ছিলাম আবার কখনো কখনো দুই হাত দিয়ে পোঁদ তাকে মেপে নিচ্ছিলাম , তারপরেই কন্ডাক্টার বাস ফেরার জন্য সবাই ডাকলো , আমি তাড়াতাড়ি কাকিমার পোঁদ টিপে বাস উঠলাম , বাস এ ওঠার পর কাকিমা আমাদের বার্থ এ ঢুকে প্রথমেই যেটা বললো , আমি তো শুনে অবাক ,
কাকিমা – তাহলে ? ন্যাংটা হয়ে যায় , দেরি করে লাভ কি?
আমি – (মুখে খুশির ভাব নিয়ে) হ্যা তুমিও…
কাকিমা একটা লাজুক হাসি দিলো…
আমি – কাকিমা চী একটা কথা বলবে আমায়??
কাকিমা – কি কথা ?
আমি – তোমার প্যান্টি পেছন থেকে ভেজা ছিল কেন?? সাধারণত মেয়েদের সামনের দিক তা ভেজা থাকে ,,! যদি পেচ্ছাব করো তো ।
কাকিমা – (একটা সরল হাসি দিয়ে) আর এ.. ওটা তখন …
আমি – বলোনা !
কাকিমা – একটু আগে তোর কাকু পিছন থেকে মারছিলো …
আমি – পিছন থেকে মানে ??
কাকিমা – পোঁদ মারছিলো , পাচার ফুটোয় বাড়া ঢোকাচ্ছিলো , তখন পোঁদের মধ্যেই মাল ফেলে দেয় , প্রত্যেক বার এর মতোই , তাই পোঁদ থেকে মাল বের হয়ে প্যান্টি ভিজে যায় । বুঝলি ??
আমি – তাহলে প্রথমে কি করবো ??
কাকিমা – মানে ??
আমি – না মানে আমরা ব্লোজব দিয়ে শুরু করি ??
কাকিমা – ওঁওঁওঁ আচ্ছা ,,, তাই বল , ঠিক আছে ব্লোজব দিয়েই শুরু করি …
তখন আমি প্যান্ট খুলে শুয়ে পড়লাম , কাকিমা আমার ওপর উঠে আমার ধোন ও বিচি চাটতে শুরু করলো , দেখে মনে হলো কাকিমা এই কাজে এক্সপার্ট । ঠিক তখনি আমার মনে পড়লো , আমি কাকিমা কে থামালাম আর পাশে থাকা একটা কম্বল নিয়ে দুজনকেই ঢেকে নিলাম , যাতে আমাদের কেউ দেখে না নেই ।কারণ বাস এর লাইট অল্প হলেও রাস্তার লাইট মাঝে মাঝে বাস এর ভেতরে ঢুকছিল । তারপর পাশ থেকে মোবাইল তা নিয়ে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে দিলাম যাতে আমরা নিযেদের কে দেখতে পারি ।
এদিকে কাকিমা বাড়া চোষার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে , এক হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে বাড়া তাকে মাঝে পুড়ে নিয়েছে , আমি একটু শয়তানি করে কাকিমার মাথা বাড়ার ওপর ঠেসে ধরে রাখলাম কিছুক্ষণ , কাকিমা গ্য গ্য গ্য করে উঠলো , তারপর কাকিমা আমার দিকে চোখ বোরো বোরো করে তাকালো, আমি মুচকি হাসি দিলাম । তারপর কাকিমা আবার চোষা শুরু করলো , আমি কম্বল থেকে মুখ বাইরে বের করলাম , আর দেখলাম জে আমার বাড়ার কাছের কম্বলের জায়গা তো ওঠা নামা করছে ,, কিছুক্ষনের মধ্যেই কাকিমা চোষার গতি বাড়িয়ে দেয় , আস্তে আস্তে আমার মাল বেরোনোর উপক্রম হয় , তখন আমি কাকিমার মাথা বাড়াতে চেপে ধরে মাল কাকিমার মুখের মধ্যেই আউট করে দিই ।
তারপর কি কাকিমার মুখ থেকে বাড়া বের করি , দেখি কাকিমার মুখলাল হয়ে গেছে আর চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে , ,,
কাকিমা – জানোয়ার কোথাকার !!! আমার আর কাকিমার চুদাচুদি দেখে অন্য মানুষ ধোন খেচতে লাগলো
আমি – আমি আবার হাসলাম ,
কাকিমা – (কাস্তে কাস্তে) তোর বীর্য তা প্রথমে খাট্টা আর পরে মিষ্টি লাগলো…
আমি – বললাম , কাকিমা এবার আমার পালা তোমার জুস খাওয়ার ,, এটা বলার পর আমি কাকিমা কে নিনের কাছে টেনে নেই। কাকিমার মুখে মাল ঢালার পর এবার তার গুদ চাটার পালা । আমার থেকে দূরে বসে থাকা কাকিমা কে তার গুদ চাটার জন্য হ্যাচকা টানে আমার কাছে নিয়ে আসলাম ।

কাকিমা আহ করে উঠলো …আমার টান এতটাই তীব্র ছিল যে কাকিমার মুখ আমার মুখের সামনে চলে আসে । বাস এ এসির পাওয়ার কম থাকায় আমরা দুজনেই ঘেমে উঠি । আমার ও কাকিমার মুখ এতটাই কাছা কাছি ছিল যে আমরা একে ওপরের গরম নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারছিলাম । আমরা দুজনেই আর নিজেদের কে আটকাতে পারলাম না । মরিয়া হয়ে দুজনেই একে ওপর কে চুমু খেতে শুরু করি । সাথে সাথে চুমু খাওয়ার মৃদু শব্দ বেরিয়ে আসে । এবং অনেক্ষন চুমু খাওয়ার ফলে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছিলো ।

আমরা সেক্স নিয়ে এতটাই মগ্ন ছিলাম যে আমরা ভুলেই গেছিলাম যে আমরা কম্বলের বাইরে ন্যাংটা অবস্থায় আছি , এবং আমাদের কেউ দেখতে পাবে । এই ভাবে চুমু খেতে খেতে আমি অনুভব করলাম যে কিছু একটা আমার বুকে আলতো খোঁচা দিচ্ছে । নিচে তাকিয়ে দেখি কাকিমার তরমুজের মতো দুধের বোটা খাড়া হয়ে গেছে আর সেটাই আমাকে বার বার খোঁচাচ্ছে । এরপর কাকিমা আমাকে তার বুকের দিকে চেপে ধরে জড়িয়ে ধরে । আমার মনে হলো সে আমাকে আরও কাছে চাই । চুমু থামিয়ে সে আমার গালে হাত রেখে বললো ..

কাকিমা —- অনেক দিন ধরেই আমার দুধ তা হালকা লাগছে । তোর কাকু শুধু চুষেই ছেড়ে দেয় । টিপে আর না… তুই আজকে একটু টিপে দে….

এটা শোনার পর আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে কাকিমার একটা দুধে মুখ লাগিয়ে চুষতে শুরু করি আর অন্য দুধে হাত দিয়ে টেপা শুরু করি । কাকিমা পরম সুখে , ও ঠোঁটে কামড় দিয়ে গোঙানির আওয়াজ বের করে উহ … বলে ।

হটাৎ কাকিমা জোরে চিৎকার করে উঠলো .. উহ আহ আহ আহ বলে কম্বলের উপর পেচ্ছাপ করে দিলো । সে বললো, বোকাচোদা এই ভাবে কেউ চোষে !? আমার তো গাড় ফেটে গেছিলো ! এতো জোরে না চুষে আস্তে আস্তে চুষ । এই বলে সে আমার মাথাটা তার স্তন এর দিকে টেনে নিলো । এবং আমার ঠোঁটে তার দুধের বোঁটা ঘষতে লাগলো । আস্তে আস্তে আমি আবার চোষা শুরু করি । তার গলায় চুমু দিই । তার শরীর কিছুক্ষনের মধ্যেই কাঁপতে শুরু করে । আমি বুঝে যাই যে কাকিমা বিরাট উত্তেজনা অনুভব করছে ।

আমি ধীরে ধীরে আমার হাত কাকিমা পেটের নিচে নিয়ে যাই । বলে ভর্তি গুদে আমার হাত ঘষতে থাকি । দুটো আঙ্গুল দিয়ে গুদ টি ফাঁকা করার চেষ্টা করি । ওদিকে কাকিমা দুধ চুষেই চলেছি । আর কাকিমা চরম সুখে আমার চুল ভর্তি মাথায় হাত বুলাচ্ছে । তারপর কাকিমা নিজের হাত আমার হাতের কাছে এনে তার গুদে উংলি করতে থাকে ।

আমিও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার গুদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিই । এইভাবে আমার আঙ্গুল কাকিমার বালে ভরা গুদে ঢুকছিল আর বের হচ্ছিলো । ধীরে ধীরে কাকিমার গুদ রস ছাড়তে থাকে । এর ফলে ফচ, ভচ ,ফিচ, ভচ ফচ ইত্যাদি আওয়াজ হচ্ছিলো । আমার আঙ্গুল যে পুরো পুরি ভিজে গেছে তা বেশ টের পাচ্ছিলাম ।

তারপর হটাৎ করেই কাকিমা তার ভোদা থেকে আমার আঙ্গুল বের করে নেই এবং তাড়াতাড়ি উঠে বাসের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে মূতা শুরু(squirting) করে । তার মুখের ওপর তার হাত রাখা । বন্ধ মুখে . . ..উমমম উম্ম ওওহ ওহ । এই শব্দ গুলো আমি শুনতে পাচ্ছিলাম যখন সে squirting করছিলো । তার প্রচন্ড উত্তেজনা সম্পন্ন হবার পর সে আবার ও বার্থ এ এসে বসে পড়লো ।

squirting করার সময় সামনে আসা চুল গুলি হাত দিয়ে সরিয়ে পেছনের দিকে নিয়ে গেলো । তারপর সে আমার দিকে তাকালো । সে প্রচণ্ড স্বাস নিচ্ছে আর ঘামছে । তারপর সে কি ভেবে ছিল জানি না… সে আমার খুব কাছে এসে আমাকে শক্ত করে চুমু দিলো । এবং আমাকে ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে নিজেও আমার উপর শুয়ে পড়লো । তখনও এম আমাদের চুম্বন চলছিল । এবং সে তার একটা হাত দিয়ে আমার বাড়া মুঠো করে ধরে ছিল । আর তার গুদে আমার বাড়া ঘষছিলো ..

আমি বুঝতে পারছিলাম তার গুদ তখন ও ভেজা ছিল । আর তার পরেই সে বাড়াটি তার গুদে ঢুকিয়ে দেয় । আর আমি কিস করা ছেড়ে দিয়ে একটি নীরব হাহা কার আহা আহ করে উঠি । আমার এইরকম আচরণ দেখে কাকিমা হাস্তে লাগলেন । আর সাথে সাথে তার পাছা উপর নিচ করতে লাগলো । ফলে আমার বাড়া তার গুদে ঢুকছিল আর বেরোচ্ছিল । তার রস ভরা গুদের ভেতর তা ছিল গরম । আমার মনে হচ্ছিলো কোনো লাভার গুহায় আমার বাড়া ঢুকিয়েছি । এক্ষনি গোলে যাবে । আমি যেন স্বর্গে আছি..ঠিক সেই রকম অনুভূতি পাচ্ছিলাম । এবং আমি যে আমার নিজের কাকিমাকে চুদছি .. সেটা ভেবে আরো বেশি উত্তেজিত হচ্ছিলাম । আমার মনে হচ্ছিলো,,,,,, যদিও বা কেউ আমাদের দেখেও নেয় তাও বোঝা বড়ো মুশকিল ছিল । কেন না আমাদের দুটি দেহ একে ওপরের সাথে মিলে গিয়ে এক হয়ে গেছিলো । তারপর কাকিমাকে আমার ওপর থেকে উঠিয়ে আমার সব চেয়ে পছন্দের ডগি স্টাইল এ বসালাম । কাকিমা কোনো কথা বলে না বলে তার বিরাট পাছা আমার বাড়ার সামনে মেলে ধরলো । আমি তার গুদে থুতু ছিটিয়ে দিলাম । তারপর আমার বাড়া কাকিমার বাল ভর্তি গুদের ফুটো বরাবর রেখে ঠ্যালা দিলাম । কাকিমা আহ করে চিৎকার করে উঠলো । আমি চোদা থামিয়ে কাকিমার মুখ হাত দিয়ে বন্ধ করলাম । আর ইটা করার সময় আমার বাড়া যা অর্ধেক কাকিমার গুদে ঢুকেছিলো তা সম্পূর্ণ ঢুকে গেলো ।

কাকিমার চিৎকার তা সকল কে জাগানোর জন্য যথেষ্ট ছিল । কিন্তু ভাগ্য সেদিন আমাদের সাথে ছিল.. কেউ জেগে উঠেনি তারপর কাকিমা আমার হাত তার মুখ থেকে সরালো তার গুদে আমার বাড়া থাকা অবস্থায় ।

আমি বললাম : কাকিমা একটু আস্তে ! এখনি সবাই জেগে যেত ! এই বলে আমি কাকিমার পাছা ধরে শক্ত করে একটা ঠাপ দিলাম ।

কাকিমা আবার 'আহ' করে উঠলো , তবে এবার একটু আস্তে ।

কাকিমা : কামিনা.. বলে তো ঢুকাবি ! ? এই ভাবে না বলে ঢোকাবি তাহলে আওয়াজ তো আসবেই । আমি : (এবার কাকিমার দুধের বোটা টেনে নিয়ে)

কি ? কি বললে ??

কাকিমা : কিছু না (একটু হাসি দিয়ে) তুই যখন খুশি তখন আমাকে চুদতে পারিস । তোর জন্য এটা সব সমসময় খোলা । নে এবার চোদ । (বলে সে পেটের নিচ দিয়ে হাত গুদে নিয়ে ঘষতে লাগলো)

আমি : (তার পাছায় সজোরে কয়েকটা থাপ্পড় দিয়ে) এবার বুঝেছো তাহলে ?? তারপর গুদ থেকে ধোন বার করে আবার তার পোঁদ উঁচু করে ধরে বাড়া টাকে তার গুদে ঢুকিয়ে দিই । তার গুদ খুব টাইট লাগছিলো ।

আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে তার একটা ছেলে ও আছে । সাধারণত নরমাল এ বাচ্চা হওয়ার পর নারী দেড় গুদ ঢিলে হয়ে যাই । কিন্তু কাকিমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো ।

কাকিমার গুদ প্রচন্ড টাইট ছিল । আমার মনে হয় কাকু কাকিমা গুদের বদলে পোঁদ বেশি মারতো তাই কাকিমার গুদ আচোদা থেকে থেকে টাইট হয়ে গেছে । ওনাকে চোদার সময় ওনার পাছার সঙ্গে আমার উরু বার বার ধাক্কা খাওয়াই থপ থপ থপ আওয়াজ আসছিলো ।

কাকিমার কোমর ধরে আরো জোরে জোরে চুদতে লাগলাম । মাঝে মাঝে আমি কাকিমাউপর ঝুকতাম , ফলে আমার বাড়া গুদের ভিতরে ঢুকে গেলো । এবারে কাকিমা মাথা ধরে বালিশের ওপর চেপে ধরে চুদতে লাগলাম । কাকিমা কোনো আওয়াজ আসছিলো না । কাকিমা দুটি হাত ধরে পিঠের ওপর মুড়িয়া চুদতে লাগলাম প্রায় ১০ মিনিট । তারপর বাড়া টাকে গুদ থেকে বের করে কাকিমার পোঁদের ওপর বাড়ি মারতে থাকলাম । কাকিমা আমার বাড়া টাকে ধরে আবারো তার গুদে চালান করে দিলো ।

আমিও কাকিমা কে চুদতে লাগলাম । চোদার তালে তালে কাকিমার তরমুজের মতো খাড়া খাড়া দুধ দুলতে লাগলো এই ভাবে প্রায় ১৫ মিনিট চোদার পর আমরা দুজনেই অর্গাজম এর কাছা কাছি চলে আসলাম ।

কাকিমা কে জিজ্ঞেস করলাম ভেতরে ফেলবো কিনা ? কাকিমা বললো — না না ভেতরে ফেলা যাবে না । তখন আমার পড়বে পড়বে অবস্থা । কাকিমাবুঝে যাই যে আমার হবে , তাই তিনি বাড়া তাকে তারা তাড়ি গুদ থেকে বের করে তার পোঁদের ওপর রাখলো । আর মাল চিরিক চিরিক দিয়ে বেরিয়ে গেলো কাকিমার পোঁদের ওপর ।

তারপর টিস্যু পেপার দিয়ে আমি তার গোলাকার পোঁদের ওপর থেকে আমার ফেলা মাল মুছে দিই । কাকিমাউঠে বসলো । তারপর নিজেই নিজের গুদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে আমার ফেলা কিছু মাল বের করলো । তারপর আমার দিকে তাকালো ।

আমি : আসলে কাকিমা যখন আমি তোমার উপর ঝুকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম যে কোথায় ফেলবো, তখন তোমার পাছার জন্য একটু মাল ভেতরে পরে যাই । আমার আর কাকিমার চীর চুদাচুদি দেখে অন্য মানুষ ধোন খেচতে লাগলো

কাকিমা: (পবিত্র তা হাসি দিয়ে) আচ্ছা ঠিক আছে । কোনো ব্যাপার না , তুই বাকি সব তো বাইরে ফেলেছিস না??

আমি : হ্যা সত্যি কাকিমা, বাইরেই ফেলেছি ।

ঠিক তখনি আমাদের বার্থ এর পর্দা সরানোর আওয়াজ আসলো । এটি আমাদের বার্থ এর কোণাকুণি বার্থ এর ব্যাক্তি ছিল । এবং ব্যাক্তি টি আমার পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক ছাড়া আর কেউ ছিল না ।

তারপর আমরা নিজেদের কে দেখি । বুঝতে পারলাম যে আমরা কম্বলের ভেতরে সেক্স করিনি । সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কম্বলের বাইরে সেক্স করেছি । কাকিমাসঙ্গে সঙ্গে কম্বল নিজের গায়ে জড়িয়ে নিলেন , তার উলঙ্গ দেহ ঢাকার জন্য । স্যার বললো : আমি সব কিছু দেখেছি তোমরা যা যা করছিলে । চিন্তা কোরো না ,